Registered No. WB/SC-247

রেজিস্ট্রী নংঃ ডব্লু.বি/এস.সি-247

সত্যমেব জয়তে

Kolkata Gazette

কলকাতা গেজেট

EXTRAORDINARY

বিশেষ

PART III

ভাগ ৩

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

No. 1 | **KOLKATA, THURSDAY, MARCH 21, 2024** | **[CHAITRA 1, 1946 (SAKA)**

নং ১ | কলকাতা, বৃহস্পতিবার, ২১ মার্চ ২০২৪ | [১লা চৈত্র, ১৯৪৬ (শক)

বিধি বিভাগ

কলকাতা, ২১শে মার্চ, ২০২৪/১লা চৈত্র, ১৯৪৬ (শক)

(১) দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন অ্যাক্ট, ১৯৯৭।

(২) দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হাইয়ার এডুকেশান ইনস্টিটিউশন্স্ (রিজার্ভেশন ইন অ্যাডমিশন) অ্যাক্ট, ২০১৩।

(৩) দি ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু পাবলিক সার্ভিসেস্ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর।

বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাজ্যপালের প্রাধিকারাধীনে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রদীপ কুমার পাঁজা

প্রধান সচিব
বিধি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

LAW DEPARTMENT

Kolkata, 21st March, 2024/Chaitra 1, 1946 (Saka)

The translations in Bengali of the following, namely:

(1) The West Bengal School Service Commission Act, 1997.

(2) The West Bengal Higher Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2013.

(3) The West Bengal Right to Public Services Act, 2013.

are hereby published under the authority of the Governor of West Bengal.

Pradip Kumar Panja

Principal Secretary
Law Department
Government of West Bengal

১৯৯৭-এর ৪ নং পশ্চিমবঙ্গ আইন[১]

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় কৃত্যক কমিশন আইন, ১৯৯৭

(২০১৭-এর ৪৪ নং পশ্চিমবঙ্গ আইন পর্যন্ত সংশোধিত)

পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক বিদ্যালয় কৃত্যক কমিশনসমূহ এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কৃত্যক কমিশনের গঠন ও তৎসংশ্লিষ্ট অথবা তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় ব্যবস্থা করিবার জন্য আইন।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক বিদ্যালয় কৃত্যক কমিশনসমূহ ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কৃত্যক কমিশনের গঠন এবং তৎসংশ্লিষ্ট অথবা তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় ব্যবস্থা করা সঙ্গত;

অতএব ইহা, ভারত সাধারণতন্ত্রের আটচল্লিশতম বর্ষে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডল দ্বারা এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল ঃ—

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় কৃত্যক কমিশন আইন, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে—

(ক) 'পর্ষদ' বলিতে বোঝায় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আইন, ১৯৬৩ অনুযায়ী স্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ১৯৬৩-র ৫ নং প: ব: আইন।

[২](খ) ******

(গ) 'কেন্দ্রীয় কমিশন' বলিতে বোঝায় ৩ নং ধারা অনুযায়ী গঠিত পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কৃত্যক কমিশন।

(ঘ) 'সভাপতি' বলিতে বোঝায় কমিশনের সভাপতি।

(ঙ) 'কমিশন' বলিতে বোঝায় কেন্দ্রীয় কমিশন অথবা আঞ্চলিক কমিশন।

(চ) 'পরিষদ' বলিতে বোঝায় পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ আইন, ১৯৭৫-এর ৩ নং ধারা অনুযায়ী স্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ। ১৯৭৫-এর ৮ নং প: ব: আইন।

(ছ) "প্রধান শিক্ষক" বা "প্রধান শিক্ষিকা" বলিতে, যে নামেই তাঁহারা নামোদ্দিষ্ট হউক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মিবর্গের প্রধানকে বোঝায়।

[৩](জ) *****

(ঝ) 'সদস্য' বলিতে বোঝায় কমিশনের একজন সদস্য, এবং সভাপতিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

[[৪]ঝ(ক)] 'অশিক্ষক কর্মিবর্গ' বলিতে বোঝায়, সহকারী শিক্ষক অথবা বিদ্যালয়ের শিক্ষকপদে অধিষ্ঠিত অন্য কোন ব্যক্তি এবং সেইমত ক্ষেত্রানুযায়ী পর্ষদ বা পরিষদ দ্বারা স্বীকৃত অথবা প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা অথবা সহকারী প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষিকা অথবা প্রতিনিয়োগ, অবকাশ বা পূর্ব স্বত্বের কারণে অল্প সময়ের শূন্যতা ঘটিত কোনও পদে অধিষ্ঠিত শিক্ষক, ব্যতীত কর্মিবর্গের একজন সদস্য।

(ঞ) 'প্রজ্ঞাপন' বলিতে বোঝায় সরকারী গেজেটে প্রকাশিত কোন প্রজ্ঞাপন।

(ট) 'বিহিত' বলিতে বোঝায় এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত।

---

[১]রাজ্যপালের সম্মতি প্রথম প্রকাশিত হয় পয়লা এপ্রিল, ১৯৯৭ তারিখের বিশেষ কলকাতা গেজেটে।

[২]প্রকরণ (খ)-২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা অকৃত।

[৩]প্রকরণ (জ), ২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা অকৃত।

[৪]প্রকরণ [ঝ(ক)]-২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

(ঠ) 'আঞ্চলিক কমিশন' বলিতে বোঝায় ৩ নং ধারা অনুযায়ী গঠিত পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক বিদ্যালয় কৃত্যক কমিশন।

(ড) 'প্রনিয়মাবলী' বলিতে বোঝায় এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিশন দ্বারা প্রণীত প্রনিয়মাবলী।

(ঢ) 'বিদ্যালয়' বলিতে বোঝায় একটি স্বীকৃত অ-সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত—

(i) মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বা মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষণ প্রদায়ক, ঐ বিদ্যালয় বা ঐ প্রতিষ্ঠানের অংশ বা বিভাগ, অথবা

(ii) উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মহাবিদ্যালয় ব্যতীত) বা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষণ প্রদায়ক, ঐ বিদ্যালয়ের বা ঐ প্রতিষ্ঠানের অংশ বা বিভাগ, অথবা

[৫](iii) ****

এবং পরিপোষিত বিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

ব্যাখ্যা ১—ব্যাকরণগত রূপান্তর সহ, বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, 'স্বীকৃত' বলিতে বোঝাইবে—

(ক) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আইন, ১৯৬৩ অনুযায়ী স্বীকৃত অথবা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য; অথবা ১৯৬৩-র ৫ নং প: ব: আইন।

[৬](খ) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ আইন, ১৯৭৫ অনুযায়ী স্বীকৃত। ১৯৭৫-এর ৮ নং প: ব: আইন।

[৭](গ) *****

ব্যাখ্যা ২—ব্যাকরণগত রূপান্তর সহ, বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, 'সাহায্যপ্রাপ্ত' বলিতে বোঝাইবে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের জন্য বিত্তীয় সহায়তা আকারে রাজ্য সরকারের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা ৩—'মূল বেতন' বলিতে বোঝাইবে একটি বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের মাসিক বেতন যাহা ঐ বিদ্যালয়ের ঐ পদে শিক্ষকের অধিষ্ঠিত থাকিবার সময় বেতনক্রমের একটি পর্যায়ের অনুরূপ।

ব্যাখ্যা ৪—'মাধ্যমিক শিক্ষা'-র সেই একই অর্থই হইবে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আইন, ১৯৬৩-র ২ ধারার (ঠ) প্রকরণে তজ্জন্য যে অর্থ নির্দিষ্ট আছে। ১৯৬৩-র ৫ নং প: ব: আইন।

ব্যাখ্যা ৫—'উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা'-র সেই একই অর্থই হইবে, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ আইন, ১৯৭৫-এর ২ ধারার (ঘ) প্রকরণে তজ্জন্য যে অর্থ নির্দিষ্ট আছে। ১৯৭৫-এর ৮ নং প: ব: আইন।

ব্যাখ্যা ৬—'পরিপোষিত বিদ্যালয়' বলিতে বোঝাইবে একটি বিদ্যালয় যাহা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিপোষিত বিদ্যালয় রূপে ঘোষিত হইয়াছে।

(ণ) 'সচিব' বলিতে বোঝায় কমিশনের সচিব।

[৮](ত) 'শিক্ষক' বলিতে বোঝায় একজন সহকারী শিক্ষক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত এবং সেইমত ক্ষেত্রানুযায়ী পর্ষদ বা পরিষদ দ্বারা স্বীকৃত এবং প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষিকাকে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু সহকারী প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষিকা অথবা প্রতিনিয়োগ, অবকাশ বা পূর্ব স্বত্বের কারণে অল্প সময়ের শূন্যতা ঘটিত পদে অধিষ্ঠিত শিক্ষককে অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

---

[৫]উপ-প্রকরণ (iii) ২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা অকৃত।

[৬]প্রকরণ (খ)-২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৭]প্রকরণ (গ), ২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা অকৃত।

[৮]প্রকরণ (ত) ২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

কমিশনের গঠন।

৩। (১) [৯][তথায় থাকিবে—]

(ক) পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কৃত্যক কমিশন নামে একটি কেন্দ্রীয় কমিশন।

(খ) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত প্রত্যেক অঞ্চলের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক বিদ্যালয় কৃত্যক কমিশন নামে একটি আঞ্চলিক কমিশন।

[১০](২) উপধারা (১)-এর প্রকরণ (খ)-এর উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজ্যক্ষেত্রে সাতটি অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হইবে সেগুলি হইল পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চল; এইরূপ প্রত্যেক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে সেইসব জেলা বা জেলাগুলি বা জেলার অংশ যাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং একটি আঞ্চলিক কমিশনের স্থানিক ক্ষেত্রাধিকার তদনুসারে অর্থান্বয়িত হইবে।

ব্যাখ্যা ১—কলকাতা পৌর নিগম আইন, ১৯৮০-র ২ ধারার (৯) প্রকরণে যথা-পরিভাষিত কলকাতা, এই আইনের উদ্দেশ্যে, একটি জেলা বলিয়া গণ্য হইবে। ১৯৮০-এর ৫৯ নং প: ব: আইন।

ব্যাখ্যা ২—জেলার অংশ বলিতে সাধারণতঃ বুঝাইবে ঐ জেলার একটি অথবা দুই বা ততোধিক মহকুমা কিন্তু একত্রে ঐ জেলার সকল মহকুমা নহে, যাহা এই উপধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট হইবে ঃ

তবে, যদি কলকাতা ব্যতীত কোনও জেলার এলাকা বা জেলার অংশ কলকাতার অন্তর্ভুক্ত কোন এলাকার অংশ অধিক্রম করিয়া থাকে, উক্ত অধিক্রমণকৃত এলাকা উক্ত জেলার আঞ্চলিক কমিশনের ক্ষেত্রাধিকার হইতে বাদ দেওয়া হইবে এবং তাহা কলকাতার আঞ্চলিক কমিশনের ক্ষেত্রাধিকারে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) রাজ্য সরকার যে কোন সময়, প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপধারা (১)-এর প্রকরণ (খ) অনুযায়ী গঠিত কোন আঞ্চলিক কমিশনের স্থানিক ক্ষেত্রাধিকার সম্প্রসারণ বা হ্রাস করিতে পারেন।

[১১](৪) কেন্দ্রীয় কমিশন সাতজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে, যাঁহাদের—

(ক) একজন হইবেন সভাপতি;

(খ) একজন হইবেন শিক্ষাবিদ যিনি রাজ্য সরকারের অভিমতে, জনজীবনে অথবা বিচারিক বা প্রশাসনিক সেবাব্যবস্থায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন বা করিয়া আছেন;

(গ) আঞ্চলিক কমিশনসমূহের সভাপতিদের মধ্য হইতে পদাধিকারবলে একজন সদস্য হইবেন;

(ঘ) চারজন হইবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে অথবা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অন্যূন দশ বৎসরের, অথবা অধ্যক্ষ ব্যতীত মহাবিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষক অথবা প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে অন্যূন পনের বৎসরের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ঃ

তবে, সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই অন্ততঃ একজন হইবেন মহিলা।

---

[৯]২০০৫-এর ২৬ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত। এই সংশোধনটি ২০০৫-এর ২৬ নং প: ব: আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী ০১/১১/১৯৯৭ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে প্রধান আইনের ৩ নং ধারায় ১ নং উপধারার (ক) ও (খ) প্রকরণে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কৃত্যক কমিশন বা আঞ্চলিক বিদ্যালয় কৃত্যক কমিশন উক্ত তারিখের পর হইতে ২০০৫-এর ২৬ নং. প: ব: আইনের প্রারম্ভ পর্যন্ত তাঁহাদের ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা এবং প্রাধিকার বলে যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা সিদ্ধভাবে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে অথবা ইহা ধরা হইবে যে উক্ত আইন দ্বারা সংশোধিত প্রধান আইনটি যেকোন সময় কার্যকর থাকিয়াছিল এবং তদনুসারে এই বলিয়া আলোচ্য হইবে না যে—

(ক) উক্ত কমিশনসমূহ সঠিকভাবে গঠিত হয় নাই।

(খ) প্রধান আইন বলে উক্ত কমিশনসমূহ কোন ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা ও প্রাধিকার প্রাপ্ত ছিলেন না।

[১০]উপধারা (২) ২০০৩-এর ২৮ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১১]উপধারা (৪) ও (৫) ২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইনের দ্বারা পূর্বতন উপধারা (৪)-এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

(৫) আঞ্চলিক কমিশন সাতজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে, যাঁহাদের—

(ক) একজন হইবেন সভাপতি;

(খ) একজন হইবেন সেই ব্যক্তি যিনি শিক্ষাবিদ নন, তিনি রাজ্য সরকারের অভিমতে জনজীবনে বা বিচারিক বা প্রশাসনিক সেবাব্যবস্থায় কোন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন বা করিয়া আছেন;

(গ) একজন হইবেন পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি;

(ঘ) চারজন হইবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে অথবা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অন্যূন দশ বৎসরের, অথবা অধ্যক্ষ ব্যতীত মহাবিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক অথবা প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে অন্যূন পনের বৎসরের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ঃ

তবে, সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই অন্ততঃ একজন হইবেন মহিলা।

সদস্যগণের নিয়োগ এবং কৃত্যকের শর্ত ও কড়ার।

৪। (১) (ক) সভাপতি এবং অন্য সদস্যগণ রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত হইবেন ঃ

[১২]তবে, আঞ্চলিক কমিশনসমূহের ঐরূপে নিযুক্ত সভাপতিদের মধ্যে একজন আবর্তনের ভিত্তিতে, পদাধিকারবলে, কেন্দ্রীয় কমিশনের সদস্যরূপে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(খ) সভাপতি এবং অন্য সদস্যগণ চার বৎসরের মেয়াদের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন [১৩][কিন্তু পদাধিকারবলে সদস্যদের ক্ষেত্রে ঐ মেয়াদ হইবে এক বৎসর] ঃ

তবে, কোন ব্যক্তি যিনি সভাপতি বা অন্য সদস্যের পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি তাঁহার পদের মেয়াদ পূর্ণ হইবার পরও সভাপতি বা অন্য সদস্য হিসাবে পুনরায় নিয়োগের যোগ্য হইবেন ঃ

পরন্তু, [১৪]আটষট্টি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন এমন কোন ব্যক্তিই সভাপতি বা অন্য সদস্য হিসাবে পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

[১৫](১ক) এই আইনের উপধারা (১)-এ বা অন্যত্র যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও রাজ্য সরকার যদি এই অভিমত পোষণ করেন যে সরকারী পরিষেবার জরুরী অবস্থায় এটি প্রয়োজন, তাহা হইলে, আদেশ বলে সভাপতি বা অন্য সদস্যের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যিনি [১৬]আটষট্টি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিয়োগের মেয়াদ ঐ আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, সেরূপ অনধিক এক বৎসর সময়সীমার জন্য প্রসারিত করিতে পারেন।

(২) যদি সভাপতি বা অন্য কোনও সদস্যের পদ পদত্যাগ বা অন্যথা শূন্য হইয়া যায় অথবা অনুপস্থিতি বা অন্য কারণে সভাপতি তাঁহার পদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সভাপতি বা অন্য কোনও সদস্যের উপধারা (১) অনুযায়ী নিয়োগ হইতেছে অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্ষেত্রানুযায়ী সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষেত্রানুযায়ী সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যের কর্তব্য সম্পাদন করিবেন অন্য কোন সদস্য যিনি এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার দ্বারা উপধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত হইতে পারেন।

(৩) সভাপতি বা অন্য কোনও সদস্য রাজ্য সরকারকে উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা পদত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজ্য সরকার কর্তৃক তাঁহার পদত্যাগ গৃহীত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁহার পদে থাকিয়া যাইবেন।

---

[১২]অনুবিধিটি ২০০১-এর ৫ নং প: ব: আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১৩]শব্দগুলি ২০০১-এর ৫ নং প: ব: আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১৪]আটষট্টি শব্দটি ২০১৭-এর ৪৪ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৫]এই ধারাটি ২০০০-এর ১৮ নং প: ব: আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১৬]'আটষট্টি' শব্দটি ২০১৭-এর ৪৪ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৪) (ক) সভাপতির পদ হইবে পূর্ণকালিক; অন্যান্য সদস্যগণ হইবেন সাম্মানিক।

(খ) সভাপতির বেতন এবং অন্য সদস্যগণের সম্মানী সেইমত হইবে যাহা রাজ্য সরকার নির্ধারিত করিয়া দিতে পারেন।

(গ) এই উপধারার পূর্বগামী বিধানসমূহের সাপেক্ষে, সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যগণের কৃত্যকের শর্ত ও কড়ার যাহা বিহিত হইতে পারে, সেইমত হইবে।

সদস্যের অপসারণ।

৫। রাজ্য সরকার, যেরূপ বিহিত হইতে পারে, সেই প্রণালীতে অনুসন্ধান করিবার পর সভাপতি বা অন্যান্য সদস্যদের পদ হইতে অপসারণ করিতে পারেন, এই সকল কারণে—

(ক) নৈতিক দুশ্চারিত্র্যে জড়িত থাকার অসদাচরণ, অথবা

(খ) দেউলিয়াত্ব, অথবা

(গ) শারীরিক বা মানসিক দৌর্বল্য।

কমিশনের কর্মিবর্গ।

[১৭]৬। (১) কমিশনের কর্মিবর্গ গঠিত হইবে—

(ক) একজন সচিব এবং অন্যান্য আধিকারিক লইয়া যাঁহারা রাজ্য সরকার দ্বারা সময়ে সময়ে নিযুক্ত হইবেন, এবং

(খ) সেই সকল কর্মচারিগণ লইয়া যাঁহাদের রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কেন্দ্রীয় কমিশন সময়ে সময়ে নিযুক্ত করিতে পারেন।

(২) সচিব, অন্যান্য আধিকারিক এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মচারিগণের বেতন সেরূপ হইবে যাহা রাজ্য সরকার দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে।

(৩) কৃত্যকের অন্যান্য শর্ত ও কড়ার—

(ক) সচিব বা অন্যান্য আধিকারিকদের ক্ষেত্রে যাহা বিহিত হইবে, এবং

(খ) কমিশনের অন্যান্য কর্মচারিদের ক্ষেত্রে প্রনিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে, সেরূপ হইবে।

আঞ্চলিক কমিশনের কৃত্য।

[১৮]৭। তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে অথবা কোনও সংবিদা, রীতি ও প্রথায় বিপরীত যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, আঞ্চলিক কমিশনের কর্তব্য হইবে, কেন্দ্রীয় কমিশন দ্বারা পরিচালিত [১৮(ক)][রাজ্য স্তরের বাছাই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে] কেন্দ্রীয় কমিশনের অবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণাধীন, তাঁহার স্থানিক ক্ষেত্রাধিকারের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মিবর্গের পদে নিয়োগের জন্য [১৮(খ)][ব্যক্তিদের সুপারিশ করা]

ব্যক্তিগণের বাছাই-এর প্রণালী ও পরিধি এবং কমিশনের কার্যচালনার প্রক্রিয়া।

৮। (১) [১৯][শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মিবর্গের পদে] নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের বাছাই যেভাবে বিহিত হইতে পারে সেইভাবে হইবে।

(২) কমিশনের কার্যচালনার প্রক্রিয়া প্রনিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে, সেরূপ হইবে।

[২০](৩) কমিশন উত্তরপত্রসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত লেখ্য পরিরক্ষণ করিয়া রাখিবেন সেই সময়সীমার জন্য এবং সেই প্রণালীতে যাহা বিহিত হইতে পারে।

---

[১৭]ধারা ৬, ২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৮]ধারা ৭, ২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৮(ক)]শব্দগুলি ২০১৬-এর ১৩ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৮(খ)]শব্দগুলি ২০১৬-এর ১৩ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৯]এই শব্দগুলি ২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২০]উপধারা (৩) ২০১৩-এর ১২ নং প: ব: আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

কমিশনের সুপারিশের কার্যকারিতা।

৯। (১) তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে অথবা কোনও সংবিদা, রীতি ও প্রথায় বিপরীত যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও [২১][বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মিবর্গের পদে নিয়োগ হইবে পর্ষদ অথবা তাঁহার তদর্থক কমিটি বা প্রশাসক দ্বারা]

[২২](২) এই আইন প্রারম্ভের পর এই আইনের বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মিবর্গের নিয়োগ অসিদ্ধ হইবে ও উহার কোন কার্যকারিতা থাকিবে না এবং ঐ ভাবে নিযুক্ত শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মিবর্গ ধারা ২-এর (ত) প্রকরণ অথবা (ঝক) প্রকরণের অর্থের মধ্যে শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মিবর্গ হইবেন না।

শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মিবর্গের নিয়োগ প্রদানে পর্ষদ ইত্যাদির ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা।

[২৩]৯ক। যদি রাজ্য সরকারের এই অভিমত হয় যে কমিশনের সুপারিশ বা উহার দ্বারা কৃত অন্য কোন সুপারিশে ঐরূপ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মিবর্গের পদে নিয়োগ প্রদান করিতে পর্ষদ বা তাঁহার তদর্থক কমিটি বা প্রশাসক ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ, তাহা হইলে রাজ্য সরকার যেরূপ উচিত মনে করেন সেইরূপ ব্যবস্থা লইতে পারেন।

শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মিবর্গের সুরক্ষা।

[২৪]১০। এই আইনে অন্যত্র যাহাই অন্তর্ভুক্ত থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও এই আইন প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কোন বিদ্যালয়ের নিয়োজনে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মিবর্গের কৃত্যকের শর্ত ও কড়ার তাঁহাদের পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত হইবে না, যতদূর পর্যন্ত ঐরূপ শর্ত ও কড়ার এই আইন প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাদের দ্বারা অধিষ্ঠিত থাকা পদসমূহে ঐরূপ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মিবর্গের নিয়োগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়।

সংযুক্ত আবেদনে পারস্পরিক বদলি।

[২৫]১০ক। (১) তৎসময়ে বলবৎ অন্য বিধিতে যাহাই অন্তর্ভুক্ত থাকুক না কেন এবং কোনও সংবিদায় বিপরীত যাহাই থাকুক না কেন, তৎসত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় কমিশন, একই প্রবর্গের দুইজন বহাল থাকা শিক্ষকের দ্বারা বিহিত প্রোফর্মায় কৃত সংযুক্ত আবেদনের ভিত্তিতে, তাঁহাদের কৃত্যক, এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে পারস্পরিক বদলির জন্য যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেইমত, সেই প্রণালীতে, সেই শর্তে এবং সেই সময়ের মধ্যে, সুপারিশ করিতে পারেন ঃ

তবে, কেবল দুইজন শিক্ষক যাঁহারা একই প্রবর্গের শূন্যতার জন্য নিযুক্ত, একই প্রবর্গের পদে অধিষ্ঠিত এবং একই বিষয়ে শিক্ষকতা করেন, তাঁহারা এইরূপ বদলির যোগ্য হইবেন।

(২) তৎসময়ে বলবৎ অন্য বিধিতে যাহাই অন্তর্ভুক্ত থাকুক না কেন এবং কোন সংবিদায় বিপরীত যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় কমিশন, দুইজন বহাল থাকা অশিক্ষক কর্মিবর্গের দ্বারা বিহিত প্রোফর্মায় কৃত সংযুক্ত আবেদনের ভিত্তিতে, তাঁহাদের কৃত্যক এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে পারস্পরিক বদলির জন্য যেরূপ বিহিত হইতে পারে, সেইমত, সেই প্রণালীতে, সেই শর্তে এবং সেই সময়ের মধ্যে, সুপারিশ করিতে পারেন ঃ

তবে, কেবল দুইজন অশিক্ষক কর্মিবর্গ যাঁহারা একই প্রবর্গের শূন্যতার জন্য নিযুক্ত এবং একই প্রবর্গের পদে অধিষ্ঠিত, তাঁহারা এইরূপ বদলির যোগ্য হইবেন।

আবেদনের ভিত্তিতে সাধারণ বদলি।

[২৬]১০খ। (১) তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহাই অন্তর্ভুক্ত থাকুক না কেন এবং কোনও সংবিদায় বিপরীত যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় কমিশন, যোগ্য শিক্ষকের দ্বারা বিহিত প্রোফর্মায় কৃত আবেদনের ভিত্তিতে, তাঁহার কৃত্যক এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে একই প্রবর্গের শূন্য পদে বদলির জন্য, সাধারণ বদলির ভিত্তিতে যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেই প্রণালীতে, সেই শর্তে, এবং সেই সময়ের মধ্যে সুপারিশ করিতে পারেন ঃ

[২১]এই শব্দগুলি ২০১৭-এর ১৮ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২২]উপধারা (২) ২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২৩]ধারাটি ২০১৭-এর ১৮ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২৪]ধারাটি ২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২৫]ধারাটি ২০১০-এর ৩৬ নং প: ব: আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২৬]এই ধারাটি ২০১৩ সালের ১২ নং প: ব: আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

তবে, একজন যোগ্য শিক্ষকের ঐরূপ সাধারণ বদলি হইবে একই প্রবর্গের দুইটি পদের শূন্যতায় যেখানে দুইটি পদ, বিষয় ও শিক্ষণের মাধ্যম একই।

(২) তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহাই অন্তর্ভুক্ত থাকুক না কেন বা কোনও সংবিদায় বিপরীত যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় কমিশন যোগ্য অশিক্ষক কর্মিবর্গের বিহিত প্রোফর্মায় কৃত আবেদনের ভিত্তিতে, তাঁহার কৃত্যক এক বিদ্যালয় হইতে অন্যত্র একই প্রবর্গের শূন্যপদে বদলির জন্য সাধারণ বদলির ভিত্তিতে যেরূপ বিহিত হইবে সেই প্রণালীতে, সেই শর্তে এবং সেই সময়ের মধ্যে, সুপারিশ করিতে পারেন ঃ

তবে, কোন যোগ্য অশিক্ষক কর্মিবর্গের ঐরূপ সাধারণ বদলি হইবে একই প্রবর্গের দুইটি পদের শূন্যতায়, যেখানে পদ ও শিক্ষণের মাধ্যম একই।

ব্যাখ্যা—এই ধারার উদ্দেশ্যে "কোন যোগ্য শিক্ষক অথবা কোন যোগ্য অশিক্ষক কর্মিবর্গ" এই শব্দসমষ্টি বলিতে বোঝায় কোন বহাল থাকা শিক্ষক বা কোন বহাল থাকা অশিক্ষক কর্মিবর্গকে যাঁহারা ক্ষেত্রানুযায়ী সন্তোষজনকভাবে শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মিবর্গ পদে পাঁচ বৎসরের মেয়াদ পূর্ণ করিয়াছেন এবং এই ধারা বলবৎ হইবার পর ১০ক ধারা অনুযায়ী পারস্পরিক বদলি প্রাপ্তিসাধ্য করিবেন এমন শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

রাজ্য সরকার কমিশনকে নির্দেশিকা প্রদান করিবেন।

[২৭]১০গ। তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহাই অন্তর্ভুক্ত থাকুক না কেন বা কোন সংবিদায় বিপরীত যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, রাজ্য সরকার শিক্ষার স্বার্থে বা প্রশাসনিক কারণে সরকারী পরিষেবার স্বার্থে, নির্দেশিকার মাধ্যমে বা সাধারণ অনুদেশের মাধ্যমে, সহকারী প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষিকা সহ যেকোন শিক্ষকের অথবা অশিক্ষক কর্মিবর্গের কৃত্যক এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ের মঞ্জুরিকৃত পদে বদলির সুপারিশ করিবার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দিতে পারেন।

কমিশনের অভিলেখ ইত্যাদি তলব করিবার ক্ষমতা।

১১। কমিশন কোনও বিদ্যালয়, অথবা পর্ষদ অথবা পরিষদ অথবা মাদ্রাসা পর্ষদ হইতে কোন অভিলেখ, প্রতিবেদন অথবা অন্য তথ্য তলব করিতে পারেন যদি তাঁহার অভিমতে ঐ অভিলেখ, প্রতিবেদন অথবা তথ্য তাঁহার কৃত্যসমূহ নিপুণভাবে নির্বাহ করিবার জন্য প্রয়োজন হয় এবং ক্ষেত্রানুযায়ী বিদ্যালয়, পর্ষদ অথবা পরিষদ অথবা মাদ্রাসা পর্ষদ ঐ অভিলেখ, প্রতিবেদন অথবা অন্য তথ্য সরবরাহ করিবেন।

কেন্দ্রীয় কমিশনের প্রতিবেদন।

১২। কেন্দ্রীয় কমিশনের দায়িত্ব হইবে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কমিশনসমূহ কী কার্য করিয়াছেন তাহার একটি প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের নিকট প্রতিবৎসর উপস্থাপিত করা এবং রাজ্য সরকার ঐ প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইয়া তাহার একটি প্রতিলিপি রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

সদস্য ইত্যাদিগণ সরকারী কর্মচারী হইবেন।

১৩। এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত সভাপতি ও অন্য সদস্য এবং ব্যক্তিগণ কার্য করিবার কালে, অথবা কার্য করিবার অভিপ্রায় কালে, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২১ ধারার অর্থের মধ্যে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন। (১৮৬০-এর ৪৫ নং আইন।)

সিদ্ধকরণ।

১৪। সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যের পদ শূন্য থাকিলে সেই কারণে কমিশনের কার্যবাহসমূহ অসিদ্ধ হইবে না।

কতকগুলি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নহে।

১৫। কতকগুলি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানসমূহ প্রযোজ্য নহে—

(ক) যে বিদ্যালয় ধর্ম অথবা ভাষার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত, অথবা

(খ) ধর্ম অথবা ভাষার ভিত্তিতে এবং সংখ্যালঘু দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত, ন্যাসের অধীন কোন বিদ্যালয়, অথবা

---

[২৭]এই ধারাটি ২০১৭ সালের ১৮ নং প: ব: আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

(গ) যে বিদ্যালয় রাজ্য সরকারের নিকট হইতে কোন বিত্তীয় সহায়তা পায় না, অথবা

(ঘ) যে বিদ্যালয় কেবল শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট হইতে বিত্তীয় সহায়তা পায়, অথবা

(ঙ) কোন সরকারী বিদ্যালয়।

ব্যাখ্যা— 'সরকারী বিদ্যালয়' বলিতে বোঝায় রাজ্য সরকার অথবা ভারত সরকার অথবা ভারত সরকারের রেল মন্ত্রকের অধীনে রেল পর্ষদ দ্বারা পোষিত ও পরিচালিত কোন বিদ্যালয়।

একটি বা কতিপয় বিদ্যালয়কে অব্যাহতি দিবার বিশেষ বিধান।

[২৮]১৫ক। ১৫ নং ধারায় যাহাই অন্তর্ভুক্ত থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে দাতব্য সংগঠন দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত কোন বিদ্যালয় বা কতিপয় বিদ্যালয়কে, সেই সব শর্ত এবং বাধানিষেধ সাপেক্ষে এবং সেই সময়সীমার জন্য অব্যাহতি দিতে পারেন যাহা ঐ আদেশে বিহিত থাকিতে পারে।

ব্যাখ্যা— এই ধারার উদ্দেশ্যে 'দাতব্য সংগঠন' শব্দসমষ্টি বলিতে বোঝায় কোন সংগঠন যাহা সমাজে মানবিক সেবা প্রদান করিতেছে, যাহার দান আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ৮০ছ ধারা অনুযায়ী বিয়োগের জন্য যোগ্যতাপ্রাপ্ত হইবে। ১৯৬১-এর ৪৩ নং।

কেন্দ্রীয় কমিশনের কার্যাবলী।

[২৯]১৬। (১) কেন্দ্রীয় কমিশন বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মিবর্গ পদে নিয়োগের জন্য রাজ্যস্তরের একটি বাছাই পরীক্ষা চালনা করিয়া নামের তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং উহার অধীন আঞ্চলিক কমিশনসমূহের ক্রিয়াকলাপ পরিবীক্ষণ, অবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় কমিশন কোনও আঞ্চলিক কমিশন হইতে অভিলেখ, প্রতিবেদন বা অন্য তথ্য তলব করিতে পারেন যদি কেন্দ্রীয় কমিশনের অভিমতে সেই অভিলেখ, প্রতিবেদন এবং অন্য তথ্য তাঁহার কৃত্যসমূহ নিপুণভাবে নির্বাহ করিবার জন্য প্রয়োজন হয় এবং আঞ্চলিক কমিশন ঐ অভিলেখ, প্রতিবেদন এবং অন্য তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় কমিশনের কর্তব্য হইবে রাজ্য সরকারকে সেই সব বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যেসব বিষয় রাজ্য সরকার কর্তৃক তাঁহার নিকট প্রেষিত হইতে পারে।

নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

১৭। (১) রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতাসমূহের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সবকটি বা যে কোনটি সম্পর্কে ঐরূপ নিয়মাবলীর দ্বারা বিহিত করা যাইবে ঃ—

(ক) ৪ নং ধারার (৪) নং উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যগণের কৃত্যকের শর্ত ও কড়ার;

(খ) ৫ নং ধারা অনুযায়ী সভাপতি বা অন্য সদস্যগণের অপসারণের জন্য যে প্রণালীতে অনুসন্ধান কৃত হইবে;

(গ) ৬ নং ধারার (৩) নং উপধারার (ক) প্রকরণে [৩০][সচিবের এবং ঐরূপ অন্য আধিকারিকের] কৃত্যকের শর্ত ও কড়ার;

---

[২৮]এই ধারাটি ২০১২-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২৯]এই ধারাটি ২০১৬-এর ১৩ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩০]শব্দগুলি ২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ঘ) ৮ নং ধারার (১) নং উপধারার [৩১][শিক্ষক পদে এবং অশিক্ষক কর্মিবর্গের পদে] নিয়োগের জন্য ব্যক্তিগণের বাছাই-এর প্রণালী ও পরিধি;

[৩২](ঘক) ১০ক ধারা অনুযায়ী পারস্পরিক বদলির জন্য সংযুক্ত আবেদনের প্রোফর্মা, প্রণালী এবং অন্যান্য শর্ত;

[৩৩](ঘখ) ১০খ ধারা অনুযায়ী সাধারণ বদলির জন্য আবেদনের প্রোফর্মা, প্রণালী এবং অন্যান্য শর্ত;

(ঙ) অন্য যেকোন বিষয় যাহা বিহিত হইতে পারে বা বিহিত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত হয়।

প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

১৮। (১) কেন্দ্রীয় কমিশন, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে এই আইন অনুযায়ী তাঁহার কৃত্য নির্বাহের জন্য প্রনিয়ম প্রণয়ন করিতে পারেন যাহা এই আইনের বিধান বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর সহিত অসমঞ্জস হইবে না।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ প্রনিয়মাবলীর দ্বারা নিম্নলিখিত সবকটি বা যে কোন বিষয়ের ব্যবস্থা করা যাইবে—

(ক) ৬ নং ধারার (৩) নং উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী কমিশনের কর্মচারিগণের কৃত্যকের শর্ত ও কড়ার;

(খ) ৮ নং ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী কমিশনের কার্য চালনার প্রক্রিয়া।

রাজ্য সরকারের দ্বারা নির্দেশ।

১৯। কমিশন তাঁহার কৃত্য নির্বাহের রাজ্য সরকারের দ্বারা সময়ে সময়ে উহাকে যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ নির্দেশ দ্বারা পথনির্দেশিত হইবেন যাহা এই আইনের বিধানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইবে।

কমিশনের ভঙ্গ।

২০। (১) যদি রাজ্য সরকারের এরূপ অভিমত হয় যে, কমিশন এই আইনের বিধান অনুসারে এই আইন অনুযায়ী তাঁহার কৃত্য নির্বাহ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, তাহা হইলে রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ বলে এবং তাহার কারণ বিবৃত করিয়া কমিশন ঐ আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, সেরূপ তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ কমিশন ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী কমিশনের ভঙ্গ হইলে পর, কমিশনের সকল সদস্যগণ ঐরূপ ভঙ্গের তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ তাঁহাদের নিজ নিজ পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) রাজ্য সরকার (১) উপধারা অনুযায়ী কমিশনের ভঙ্গের পর যে কোনও সময়ে এই আইনের বিধান অনুসারে কমিশনকে পুনর্গঠন করিতে পারেন।

নিরসন।

২১। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন অধ্যাদেশ, ১৯৯৫ এতদ্দ্বারা নিরসিত হইল। ১৯৯৬-এর ৮ নং পঃ বঃ অধ্যাদেশ।

---

[৩১]শব্দগুলি ২০০৮-এর ৩১ নং প: ব: আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩২]এই উপধারাটি ২০১০-এর ৩৬ নং প: ব: আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩৩]এই উপধারাটি ২০১৩-এর ১২ নং প: ব: আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (ভর্তিতে সংরক্ষণ) আইন, ২০১৩
(২০১৩-র পশ্চিমবঙ্গ ১০ আইন)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপিত, পোষিত বা সাহায্যকৃত হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এরূপ কতিপয় উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অধিবাসী তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির নিমিত্ত আসনসমূহের সংরক্ষণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও তদানুষঙ্গিক ঐরূপ বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থাকরণার্থ আইন।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ-শিক্ষায় অভিগমনে সমর্থ ও উৎসাহিত করিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপিত, পোষিত বা সাহায্যকৃত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কতিপয় উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উক্ত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির নিমিত্ত আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সঙ্গত;

অতএব ইহা ভারত সাধারণতন্ত্রের চৌষট্টিতম বর্ষে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডল কর্তৃক, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল ঃ—

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (ভর্তিতে সংরক্ষণ) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রসারিত হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) "শিক্ষাবর্ষ" বলিতে কোন ক্যালেন্ডার বৎসরের সময়সীমা অথবা উহার কোন অংশকে বুঝায়, যেসময়সীমাকালে কোন উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উহার কোন শাখা বা পাঠক্রম বা অধ্যয়নে শিক্ষণ, শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের জন্য খোলা থাকে;

(খ) "বার্ষিক অনুমত আসনসংখ্যা" বলিতে কোন বিশেষ শিক্ষাবর্ষের জন্য কোন যথাযোগ্য প্রাধিকার কর্তৃক প্রাধিকৃত হয় এরূপ, অধ্যয়নের কোন শাখায় শিক্ষাদান অথবা শিক্ষণ ও শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির নিমিত্ত প্রাপ্তিসাধ্য, কোন পাঠক্রম বা অধ্যয়ন বা কার্যক্রমে আসনসমূহের মোট সংখ্যাকে বুঝায়;

(গ) "যথাযোগ্য প্রাধিকার" বলিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অথবা ভারতের আইনজীবী পরিষদ অথবা ভারতের চিকিৎসা পরিষদ অথবা সর্বভারতীয় প্রায়োগিক শিক্ষা পরিষদ অথবা জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক গঠিত বা স্থাপিত প্রত্যেক প্রাধিকারকে বুঝায় এবং উচ্চ-শিক্ষার গুণ ও মান নির্ধারণ, সমন্বয়ন ও রক্ষার জন্য কোন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইন দ্বারা বা অনুযায়ী যেরূপ স্থাপিত হইবে, সেরূপ অন্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঘ) "ক্রীমি লেয়ার" বলিতে অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত ও বিহিত হইবে, সেরূপ প্রবর্গের ব্যক্তিগণকে বুঝায়, যাঁহাদের জন্য আসনসমূহের সংরক্ষণ প্রযোজ্য হইবে না;

(ঙ) "অনুষদ" বলিতে কোন উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুষদকে বুঝায়;

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্যে, "উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" বলিতে—

(i) রাজ্য বিধানমণ্ডলের কোন আইন দ্বারা বা অনুযায়ী স্থাপিত ও নিগমবদ্ধ এবং রাজ্যের তহবিল হইতে পূর্ণতঃ বা অংশতঃ সাহায্যপ্রাপ্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়; অথবা

(ii) প্রত্যক্ষভাবে হউক বা পরোক্ষভাবে হউক রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা পোষিত কোন সরকারী মহাবিদ্যালয়; অথবা

(iii) পূর্ণতঃ হউক বা অংশতঃ হউক যেকোন রূপে বা যেকোন প্রণালীতে রাজ্য সরকারের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণকারী কোন মহাবিদ্যালয়; অথবা

(iv) রাজ্য সরকার কর্তৃক ঐরূপ প্রতিষ্ঠানরূপে যেরূপ ঘোষিত হইবে, সেরূপ অন্য প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়।

(ছ) "সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" বলিতে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০-এর (১) প্রকরণ অনুযায়ী নিগমবদ্ধ বিশেষাধিকারসমূহ উপভোগ করেন এরূপ কোন সংখ্যালঘু কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত, ধর্মীয় ভিত্তিক হউক বা ভাষা ভিত্তিক হউক, কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়, এবং কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোন আইন বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঐরূপে ঘোষিত অথবা জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী গঠিত, জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কমিশনের দ্বারা ঐরূপে ঘোষিত প্রতিষ্ঠানসমূহকেও বুঝায়; ২০০৫-এর ২।

(জ) "অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ" বলিতে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য কমিশন আইন, ১৯৯৩-এর ২ ধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত বিধানসমূহ অনুসারে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সমাজের সামাজিকভাবে ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত এবং অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা সময়ে সময়ে সরকারী গেজেটে ঐরূপে ঘোষিত সেরূপ শ্রেণীর বা শ্রেণীসমূহের ব্যক্তিগণকে বুঝায়; ১৯৯৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ১ আইন।

(ঝ) "অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ প্রবর্গ-অ এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ প্রবর্গ-আ" বলিতে অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা সময়ে সময়ে ঐরূপে যেরূপ নির্ধারিত ও প্রজ্ঞাপিত হইবে, সেরূপ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহকে বুঝায়;

(ঞ) "বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(ট) "তফসিলী জাতিসমূহ" বলিতে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৪১-এর বিধানসমূহ অনুযায়ী ঐরূপে ঘোষিত প্রবর্গের ব্যক্তিগণকে বুঝায়;

(ঠ) "তফসিলী আদিবাসী" বলিতে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৪২-এর বিধানসমূহ অনুযায়ী ঐরূপে ঘোষিত প্রবর্গের ব্যক্তিগণকে বুঝায়;

(ড) "রাজ্য সরকার" বলিতে উচ্চ-শিক্ষা বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে বুঝায়;

(ঢ) "স্ট্রীম" বলিতে বহুবিস্তৃত স্ট্রীমসমূহের অধীনে একত্রিত হয় এরূপ গুচ্ছবিষয়সমূহ যেমন-মানবিক বিদ্যা বা বিজ্ঞান বা চিকিৎসাবিদ্যা বা ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিষয়ক সমাজ বিজ্ঞান বা বৃত্তিমূলক বিজ্ঞানকে বুঝায় এবং কোন যথাযোগ্য প্রাধিকার কর্তৃক সময়ে সময়ে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল স্তরের তিনটি প্রধান যোগ্যতাস্তরের সেরূপ অন্য স্ট্রীমসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

রাজ্য উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আসনসমূহের সংরক্ষণ।

৩। (১) কোন উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আসনসমূহের সংরক্ষণ নিম্নলিখিত প্রণালীতে কৃত হইবে, যথাঃ—

(ক) প্রত্যেক উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্ট্রীমে সর্বমোট বার্ষিক অনুমত আসনসংখ্যার বাইশ শতাংশ আসনসমূহ তফসিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে; এবং

(খ) প্রত্যেক উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্ট্রীমে সর্বমোট বার্ষিক অনুমত আসনসংখ্যার ছয় শতাংশ আসনসমূহ তফসিলী আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে; এবং

(গ) প্রত্যেক উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্ট্রীমে সর্বমোট বার্ষিক অনুমত আসনসংখ্যার দশ শতাংশ আসনসমূহ অ-প্রবর্গের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে; এবং

(ঘ) প্রত্যেক উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্ট্রীমে সর্বমোট বার্ষিক অনুমত আসনসংখ্যার সাত শতাংশ আসনসমূহ আ-প্রবর্গের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) এই আইন অনুযায়ী কৃত কোন উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসনসমূহের সংরক্ষণ, কোন অবস্থাতেই, কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষের জন্য ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট বার্ষিক অনুমত আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হইবে না।

(৩) প্রত্যেক ক্ষেত্রে, (১) উপধারা অনুযায়ী উল্লিখিত কোন প্রবর্গের অধীন ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি কেবল মেধার অনুক্রমে ও সেরূপ প্রণালীতে করিতে হইবে, যাহাতে উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণ ও মানের সহিত কোনরূপ আপস না করা হয়।

(৪) রাজ্য সরকারের, উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা প্রস্থাপিত শিক্ষাদান ও ডিগ্রীসমূহের মান বিবেচনাকারী গুণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও তদানুষঙ্গিক ঐরূপ অন্য বিষয় অনুসারে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারণ করিবার ও বিশেষ শ্রেণীর বলিয়া মর্যাদা দিবার অধিকার থাকিবে।

আইন কতিপয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৪। এই আইনের ৩ ধারার বিধানসমূহ, —

(১) সমাজের ক্রীমি লেয়ারভুক্ত ছাত্রছাত্রী;

(২) রাজ্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে সরকারী গেজেটে যেরূপ প্রজ্ঞাপিত হইবে, সেরূপ কোন উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও কৌশলগত গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ;

(৩) কোন সংখ্যালঘু কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত, ধর্মীয় ভিত্তিক হউক বা ভাষাভিত্তিক হউক, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; এবং

(৪) চিকিৎসাবিদ্যা অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অথবা রাজ্য সরকার যথাযোগ্য প্রাধিকারের সহিত পরামর্শক্রমে, যেরূপ সময়ে সময়ে বিনির্দেশ করিবেন, সেরূপ অন্যান্য বিষয় বা স্ট্রীমে সুপার স্পেশালিটির অধ্যয়নের মতো কোন অধ্যয়ন শাখায় বা অনুষদে পোস্ট-ডক্টরাল স্তরসমেত বিশেষজ্ঞতার উচ্চস্তরের কোন পাঠক্রম বা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

আসনসমূহের আজ্ঞাধীন বৃদ্ধি।

৫। (১) ৩ ধারার (১) উপধারার (গ) ও (ঘ) প্রকরণে এবং তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, প্রত্যেক উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যথাযোগ্য প্রাধিকারের পূর্বানুমোদনসহ, যেক্ষেত্রে প্রয়োজন হইবে, সেক্ষেত্রে তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহভুক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য সংরক্ষিত আসন বাদে, আসনসমূহের সংখ্যা এই আইন বলবৎ-এর তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কোন শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য ঐরূপ আসনসমূহের সংখ্যার চেয়ে কম নহে তাহা সুনিশ্চিত করিতে উহার বার্ষিক অনুমত আসনসংখ্যার অধিক সংখ্যক আসন বৃদ্ধি করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে প্রয়োজন হইবে, সেক্ষেত্রে আসনসমূহের সংখ্যায় বৃদ্ধির নিমিত্ত ভৌত, বিদ্যাবিষয়ক ও অন্যান্য পরিকাঠামো সৃজনে উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমর্থ করিবার উদ্দেশ্যে, এই আইনের প্রারম্ভের পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ হইবার সর্বাধিক ছয় বৎসর সময়সীমা মঞ্জুর করা হইবে এবং ৩ ধারার (১) উপধারার (গ) ও (ঘ) প্রকরণে যথা-ব্যবস্থিত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষণের প্রসার, প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের জন্য অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিসাধ্য আসনসমূহের সংখ্যা আসনসমূহের সংখ্যায় সামগ্রিক বৃদ্ধির সহিত সমানুপাতিক হইবে সেরূপ প্রণালীতে ঐ শিক্ষাবর্ষের জন্য সীমিত হইবে।

(৩) ঐসকল উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যেক্ষেত্রে অপ্রাপ্তিসাধ্য পরিকাঠামো-সম্পর্কিত বা অন্যান্য কারণে ধারণসীমার প্রসারণ সম্ভবপর নহে, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার, প্রতীতি হইবার পর, কোন বিশেষ শিক্ষাবর্ষের জন্য একত্রে রাজ্যের সকল উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য সর্বমোট আসনসমূহ স্মরণে রাখিয়া যেরূপ কার্যতঃ সম্ভব, সেরূপ প্রণালীতে ও ততদূর পর্যন্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে স্ট্রীমভিত্তিক সংরক্ষিত আসনসমূহের কোটা পুনর্বণ্টন করিতে পারিবেন।

অবিলম্বে ভর্তিতে আসনসমূহের সংরক্ষণ আরম্ভ করা।

৬। (১) প্রত্যেক উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজ্য সরকারের নিকট হইতে তহবিলের সহায়তাক্রমে, শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-১৫ হইতে আরভ্যমান উহার শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতে আসনসমূহের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই আইনের ৩, ৪ ও ৫ ধারাসমূহের বিধান কার্যকর করিবার জন্য আবশ্যক সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(২) এই আইন অনুযায়ী নিবদ্ধ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হইবে এবং রাজ্য সরকারের নিকট বিহিত প্রণালীতে বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন।

উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সংরক্ষণ কমিশনার।

৭। (১) রাজ্য সরকার এই আইনে নিবদ্ধ উদ্দেশ্যসমূহের রূপায়ণে পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে রাজ্য উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সংরক্ষণ কমিশনারকে নিযুক্ত করিবেন।

(২) কমিশনার নিযুক্তির জন্য যোগ্যতা ও তাঁহার কৃত্যকের শর্তাবলীসমেত তাঁহার ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ হইবে।

(৩) পূর্ববর্তী ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কমিশনারের যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ প্রণালীতে কোন শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তির নিমিত্ত প্রাপ্তিসাধ্য আসনসমূহ অনারক্ষিত করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

৮। (১) রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, স্থাপিত করিতে হইবে।

নির্দেশাবলী প্রদানের ক্ষমতা।

৯। তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাজ্য সরকারের এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে প্রত্যেক রাজ্য-সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় অথবা রাজ্য-সাহায্যপ্রাপ্ত মহাবিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ দিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং রাজ্য সরকার যেরূপ প্রয়োজন গণ্য করিবেন, সেরূপ কর্তব্য ও কৃত্যসমূহ উহাদেরকে ন্যস্ত করিবেন।

অসুবিধাসমূহের দূরীকরণ।

১০। যদি এই আইনের কোনও বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে রাজ্য সরকার আদেশ দ্বারা, এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে উদ্ভূত অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে যেরূপ প্রয়োজন গণ্য করিবেন, সেরূপ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ জন-পরিষেবার অধিকার আইন, ২০১৩

(২০১৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৭ আইন)

পরিনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাজ্যের জনগণকে জন-পরিষেবা প্রদান এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহের ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

যেহেতু পরিনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাজ্যের জনগণকে জন-পরিষেবা প্রদান এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহের ব্যবস্থা করণার্থ বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন ও সঙ্গত বিবেচিত হইয়াছে;

অতএব ইহা ভারত সাধারণতন্ত্রের চৌষট্টিতম বর্ষে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডল কর্তৃক, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল:—

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন পশ্চিমবঙ্গ জন-পরিষেবার অধিকার আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রসারিত হইবে।

(৩) ইহা, রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে বলবৎ হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ধারাসমূহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখসমূহ নির্দিষ্ট করা যাইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) "আপীলসম্বন্ধী আধিকারিক" বলিতে এই আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী আপীলসম্বন্ধী আধিকারিকরূপে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিযুক্ত বা নামোদ্দিষ্ট কোন আধিকারিককে বুঝায়;

(খ) "কমিশন" বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত কোন কমিশন বুঝায়;

(গ) "ক্ষমতাপন্ন আধিকারিক" বলিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিযুক্ত বা নামোদ্দিষ্ট কোন আধিকারিককে বুঝায়;

(ঘ) "নামোদ্দিষ্ট আধিকারিক" বলিতে এই আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী নামোদ্দিষ্ট আধিকারিকরূপে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিযুক্ত বা নামোদ্দিষ্ট কোন আধিকারিককে বুঝায়;

(ঙ) "যোগ্য ব্যক্তি" বলিতে কোন ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত পরিষেবার জন্য যোগ্য;

(চ) "প্রজ্ঞাপন" বলিতে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত কোন প্রজ্ঞাপন বুঝায়;

(ছ) "বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(জ) "সার্বজনিক প্রাধিকার" বলিতে—

(i) সংবিধান দ্বারা বা অনুযায়ী;

(ii) রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত অন্য কোন বিধি দ্বারা;

(iii) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রচারিত প্রজ্ঞাপন অথবা প্রণীত আদেশ দ্বারা

স্থাপিত বা গঠিত কোন প্রাধিকার বা সংস্থা অথবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়; এবং

(অ) রাজ্য সরকার কর্তৃক মালিকানাধীন, নিয়ন্ত্রিত বা সারতঃ বিত্তপোষিত কোন সংস্থাকে;

(আ) রাজ্য সরকার কর্তৃক ব্যবস্থিত তহবিল দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বা অপ্রত্যক্ষভাবে সারতঃ বিত্তপোষিত কোন অসরকারী সংগঠনকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঝ) "পুনর্বিলোকন আধিকারিক" বলিতে এই আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী পুনর্বিলোকন আধিকারিকরূপে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিযুক্ত বা নামোদ্দিষ্ট কোন আধিকারিককে বুঝায়;

(ঞ) "পরিষেবার অধিকার" বলিতে এই আইনের ৪ ধারায় যথা-বিনির্দিষ্ট পরিনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিষেবা লাভ করিবার অধিকার বুঝায়;

(ট) "পরিষেবা" বলিতে এই আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত কোন পরিষেবা বুঝায়;

(ঠ) "রাজ্য সরকার" বলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বুঝায়;

(ড) "পরিনির্দিষ্ট সময়-সীমা" বলিতে ৩ ধারা অনুযায়ী যথা-প্রজ্ঞাপিত নামোদ্দিষ্ট আধিকারিক কর্তৃক পরিষেবার ব্যবস্থা করিবার অথবা আপীলসম্বন্ধী আধিকারিক কর্তৃক আপীল মীমাংসা করিবার সর্বাধিক সময়কে বুঝায়।

জন-পরিষেবা লাভ করিবার অধিকার।

৩। (১) প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তির এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে জন-পরিষেবা লাভ করিবার অধিকার থাকিবে।

(২) রাজ্য সরকার, সময়ে সময়ে, এই আইনের উদ্দেশ্যে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সার্বজনিক প্রাধিকার, প্রদত্ত হইবে এরূপ পরিষেবা, নামোদ্দিষ্ট আধিকারিক, আপীলসম্বন্ধী আধিকারিক, পুনর্বিলোকন আধিকারিক ও পরিনির্দিষ্ট সময়-সীমা বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

পরিনির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে পরিষেবা লাভ করিবার অধিকার।

৪। নামোদ্দিষ্ট আধিকারিক পরিনির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে পরিষেবা লাভ করিবার জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে এই আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপিত পরিষেবার ব্যবস্থা করিবেন।

পরিনির্দিষ্ট সময়-সীমায় পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ।

৫। (১) পরিনির্দিষ্ট সময়-সীমা সেই তারিখ হইতে প্রারম্ভ হইবে যখন প্রজ্ঞাপিত পরিষেবার জন্য আবশ্যক আবেদন নামোদ্দিষ্ট আধিকারিকের নিকট অথবা ঐরূপ আবেদন গ্রহণ করিবার জন্য প্রাধিকৃত তাঁহার অধীন কোন ব্যক্তির নিকট উপস্থাপিত হয়। ঐরূপ আবেদন ডিজিটাল/বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অথবা অন্যথা, যথাযথভাবে অভিস্বীকৃত হইবে।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির পর নামোদ্দিষ্ট আধিকারিক পরিনির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে পরিষেবার ব্যবস্থা করিবেন কিংবা ঐ আবেদন অগ্রাহ্য করিবেন এবং আবেদন অগ্রাহ্যকরণের ক্ষেত্রে, পরিষেবা না ব্যবস্থা করিবার কারণসমূহ অভিলিখিত করিবেন এবং তৎসম্পর্কে আবেদনকারীকে জ্ঞাপন করিবেন।

আপীল এবং দ্বিতীয় আপীল।

৬। (১) কোন ব্যক্তি যাঁহার আবেদন ৫ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী অগ্রাহ্য হয় অথবা যাঁহাকে পরিনির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে পরিষেবা প্রদান না করা হয়, তিনি তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্যকরণের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে অথবা পরিনির্দিষ্ট সময়-সীমা অবসানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীলসম্বন্ধী আধিকারিকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন:

তবে আপীলসম্বন্ধী আধিকারিক ত্রিশ দিন সময়সীমা অবসানের পরেও আপীল স্বীকার করিতে পারিবেন, যদি তিনি প্রতীতি হন যে, আপীলকারী সময়ে আপীল করা হইতে পর্যাপ্ত কারণে নিবারিত হইয়াছিলেন।

(২) আপীলসম্বন্ধী আধিকারিক বিনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিষেবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নামোদ্দিষ্ট আধিকারিককে আদেশ দিতে পারিবেন অথবা আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(৩) আপীলসম্বন্ধী আধিকারিকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপীল, যে তারিখে ঐ সিদ্ধান্ত কৃত হইয়াছিল, সেই তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে পুনর্বিলোকন আধিকারিকের নিকট করিতে হইবে ঃ

তবে পুনর্বিলোকন আধিকারিক উক্ত ষাট দিন সময়সীমা অবসানের পরেও দ্বিতীয় আপীল স্বীকার করিতে পারিবেন, যদি তিনি প্রতীতি হন যে, আপীলকারী সময়ে আপীল করা হইতে পর্যাপ্ত কারণে নিবারিত হইয়াছিলেন।

(৪) (ক) পুনর্বিলোকন আধিকারিক যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন, সেরূপ সময়সীমার মধ্যে পরিষেবা ব্যবস্থা করিবার জন্য নামোদ্দিষ্ট আধিকারিককে আদেশ দিতে পারিবেন অথবা দ্বিতীয় আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(খ) পরিষেবা ব্যবস্থা করিবার আদেশসহ, পুনর্বিলোকন আধিকারিক ঐ আইনের ৭ ধারার বিধানসমূহ অনুসারে দণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

(৫) (ক) যদি নামোদ্দিষ্ট আধিকারিক ৫ ধারার (১) উপধারা পালন না করেন, তাহা হইলে ঐরূপ অপালন হইতে ক্ষুব্ধ আবেদনকারী সরাসরি আপীলসম্বন্ধী আধিকারিকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনটি প্রথম আপীলের প্রণালীতে নিষ্পত্তি হইবে।

(খ) যদি নামোদ্দিষ্ট আধিকারিক ৬ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী পরিষেবা ব্যবস্থা করিবার আদেশ পালন না করেন, তাহা হইলে ঐরূপ অপালন হইতে ক্ষুব্ধ আবেদনকারী সরাসরি পুনর্বিলোকন আধিকারিকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনটি দ্বিতীয় আপীলের প্রণালীতে নিষ্পত্তি হইবে।

(৬) আপীলসম্বন্ধী আধিকারিক ও পুনর্বিলোকন আধিকারিকের, এই ধারা অনুযায়ী কোন আপীল মীমাংসা করিবারকালে, সেই একই ক্ষমতা থাকিবে, যেরূপ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ অনুযায়ী কোন মোকদ্দমার বিচার করিবারকালে কোন দেওয়ানী ১৯০৮-এর ৫। আদালতের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, যথা ঃ—

(ক) দস্তাবেজের উপস্থাপন ও পরিদর্শন করা;

(খ) নামোদ্দিষ্ট আধিকারিক ও আপীলকারীকে শুনানির জন্য সমন জারি করা; এবং

(গ) অন্য কোন বিষয় যাহা বিহিত হইতে পারে।

দণ্ড। ৭। (১) (ক) যেক্ষেত্রে পুনর্বিলোকন আধিকারিকের এরূপ অভিমত হয় যে, নামোদ্দিষ্ট আধিকারিক পর্যাপ্ত ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকেই পরিষেবার ব্যবস্থা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেক্ষেত্রে তিনি কোন দণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন, যাহা ২৫০ টাকার কম হইবে না ও ১০০০ টাকার বেশি হইবে না।

(খ) যেক্ষেত্রে পুনর্বিলোকন আধিকারিকের এরূপ অভিমত হয় যে, নামোদ্দিষ্ট আধিকারিক পরিষেবার ব্যবস্থায় বিলম্ব ঘটাইয়াছেন, সেক্ষেত্রে তিনি নামোদ্দিষ্ট আধিকারিকের উপর ঐরূপ বিলম্বের জন্য প্রতিদিন ২৫০ টাকা হারে দণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন, যাহা ১০০০ টাকার অধিক হইবে না ঃ

তবে নামোদ্দিষ্ট আধিকারিকের উপর কোন দণ্ড আরোপ করিবার পূর্বে তাঁহাকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদত্ত হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে পুনর্বিলোকন আধিকারিকের এরূপ অভিমত হয় যে, আপীলসম্বন্ধী আধিকারিক পর্যাপ্ত ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকেই পরিনির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে আপীলের মীমাংসা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেক্ষেত্রে তিনি আপীলসম্বন্ধী আধিকারিকের উপর দণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন, যাহা ২৫০ টাকার কম হইবে না ও ১০০০ টাকার বেশি হইবে না ঃ

তবে আপীলসম্বন্ধী আধিকারিকের উপর কোন দণ্ড আরোপ করিবার পূর্বে তাঁহাকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদত্ত হইবে।

(৩) পুনর্বিলোকন আধিকারিক, যদি প্রতীতি হন যে, নামোদ্দিষ্ট আধিকারিক বা আপীলসম্বন্ধী আধিকারিক পর্যাপ্ত ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই এই আইন অনুযায়ী তাঁহাকে দত্ত কর্তব্য নির্বাহ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, তাহাইলে তাঁহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কৃত্যক নিয়মাবলী অনুযায়ী তাঁহার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাসম্বন্ধী ব্যবস্থার সুপারিশ করিতে পারিবেন।

পুনরীক্ষণ।

৮। এই আইন অনুযায়ী দণ্ড আরোপ সম্পর্কে পুনর্বিলোকন আধিকারিকের কোন আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ নামোদ্দিষ্ট আধিকারিক বা আপীলসম্বন্ধী আধিকারিক ঐ আদেশের তারিখ হইতে ষাট দিন সময়সীমার মধ্যে সরকারের সংযুক্ত সচিব পদমর্যাদার নিম্নে হইবেন না বা উহার সমতুল পদমর্যাদার হইবেন এরূপ, রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত আধিকারিকের নিকট ঐ আদেশ পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন, যিনি বিহিত প্রক্রিয়া অনুসারে ঐ আবেদনের নিষ্পত্তি করিবেন ঃ

তবে রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত আধিকারিক উক্ত ষাট দিন সময়সীমা অবসানের পর ঐ আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন, যদি প্রতীতি হন যে, আবেদনটি পর্যাপ্ত কারণে সময়ে উপস্থাপিত করা যায় নাই।

আবেদনের স্থিতি পরিবীক্ষণ।

৯। (১) নাগরিক সম্পর্কিত পরিষেবার জন্য আবেদন করিয়াছেন এরূপ প্রত্যেক নাগরিককে ক্ষেত্রানুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা স্থানীয় সংস্থা বা সার্বজনিক প্রাধিকার কর্তৃক আবেদন নম্বর প্রদান করা হইবে এবং যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ প্রক্রিয়া অনুসারে অনলাইন মাধ্যমে বা অন্যথা তাঁহার আবেদনের স্থিতি লাভ করিবার ও পরিবীক্ষণ করিবার অধিকারী হইবেন।

(২) ক্ষেত্রানুযায়ী বিভাগ বা স্থানীয় সংস্থা বা সার্বজনিক প্রাধিকার অনলাইন নাগরিক সম্পর্কিত পরিষেবা সংক্রান্ত সকল আবেদনের স্থিতি পোষণ করিবেন এবং এতৎসম্পর্কে নিয়মাবলীর দ্বারা যথাবিহিত প্রক্রিয়া অনুসারে ঐ আবেদনসমূহের স্থিতি সদ্যতন করিবার কর্তব্য করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) সরকারী কর্মচারিগণকে উৎসাহিত করিতে ও তাঁহাদের কার্যকুশলতার বৃদ্ধি ঘটাইতে, যে সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে একটি বিত্ত-বৎসরে কোন ব্যত্যয়ের রিপোর্ট নাই এরূপ কর্মচারীর অনুকূলে সর্বসাকুল্যে অনধিক ১০০০ টাকা নগদ প্রোৎসাহনের সুপারিশ করা ক্ষমতাপন্ন আধিকারিকের পক্ষে বিধিসম্মত হইবে। ঐরূপ সুপারিশের ভিত্তিতে, ক্ষেত্রানুযায়ী সরকার বা স্থানীয় সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট সার্বজনিক প্রাধিকার তারিফ শংসাপত্রসহ ক্ষমতাপন্ন আধিকারিক কর্তৃক যথা-সুপারিশকৃত অর্থপরিমাণের অনধিক যেরূপ উহা উপযুক্ত ও যথাযথ গণ্য করিবেন সেরূপ প্রোৎসাহন, যাহা যথাযথভাবে ঐ কর্মচারীর কৃত্যক বহিতে অভিলিখিত হইবে, তাহা মঞ্জুর করিবার ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

পরিগণ্য কৃত্যকের শর্ত।

১০। সরকারের স্থানীয় সংস্থাসমূহ, অধীনস্থ কার্যালয়, প্রাধিকার, কোম্পানি ও নিগম অথবা সার্বজনিক প্রাধিকারসমূহের কর্মচারিগণসমেত সরকারী কর্মচারিগণের কৃত্যকের শর্তে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, তাঁহারা এই আইনের বিধানসমূহ দ্বারা বাধ্য থাকিবেন।

পরিষেবা ও প্রদত্ত সময়-সীমার প্রদর্শন।

১১। পরিষেবাসমূহ ও প্রদত্ত সময়-সীমা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিব বা সার্বজনিক প্রাধিকার কর্তৃক স্থানীয়ভাবে ও ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হইবে।

জন-পরিষেবার অধিকার কমিশনের গঠন।

১২। (১) রাজ্য সরকার, ঐরূপ করা প্রয়োজন বা সঙ্গত বিবেচনা করিলে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্যে, পশ্চিমবঙ্গ জন-পরিষেবার অধিকার কমিশন নামে অভিহিত হইবে এরূপ কোন কমিশন গঠন করিতে পারিবেন ঃ

তবে রাজ্য সরকার কর্তৃক কমিশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত, রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন অনুযায়ী কমিশনের কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগের জন্য কোন সচিব পদমর্যাদার নিম্নে হইবেন না এরূপ, রাজ্য সরকারের কোন আধিকারিককে মনোনীত করিতে পারিবেন।

(২) কমিশনের প্রধান কার্যালয় কলকাতায় হইবে অথবা রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা সময়ে সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেরূপ স্থানে হইবে।

(৩) কমিশন এই আইনের বিধানসমূহ সাপেক্ষে ক্ষমতাসহ নিরবচ্ছিন্ন উত্তরানুক্রম ও সাধারণ সীলমোহরসম্পন্ন পূর্বোক্ত পরিচিত কোন নিগমবদ্ধ সংস্থা হইবে। কমিশন অস্থাবর ও স্থাবর উভয়থা সম্পত্তির অর্জন, ধারণ ও বিলিব্যবস্থা করিতে পারিবেন ও সংবিদাবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং উক্ত নামে বা তৎবিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা যাইবে।

(৪) কমিশনের ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ রাজ্য সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, সেরূপ হইবে।

(৫) কমিশন উহার কৃত্য দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন, সেরূপ আধিকারিক ও কর্মচারিগণকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৬) আধিকারিক ও কর্মচারিগণের নিয়োগের পদ্ধতি, বেতন, ভাতা এবং তাঁহাদের কৃত্যকের অন্যান্য শর্ত ও কড়ারসমূহ যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ হইবে।

আধিকারিকগণ সরকারী কর্মচারী হইবেন।

১৩। সকল আধিকারিক এবং এই আইনের যেকোনও বিধান ও তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর অনুসরণক্রমে কার্যকারী বা কার্য করিতে অভিপ্রেতকারী অন্যান্য ব্যক্তিগণ ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২১ ধারার অর্থের মধ্যে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন। ১৮৬০-এর ৪৫।

সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থার রক্ষণ।

১৪। এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তি বা আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিযুক্তি বা অন্যান্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

১৫। (১) রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মের দ্বারা নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়সমূহের ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) পরিষেবাসমূহের অভিলেখ পোষণ করিবার আদল;

(খ) আবেদন নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া;

(গ) কমিশনের আধিকারিক ও কর্মচারিগণের নিয়োগের পদ্ধতি এবং তাঁহাদের কৃত্যকের শর্ত ও কড়ারসমূহ;

(ঘ) কমিশনের আধিকারিক ও কর্মচারিগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি;

(ঙ) দণ্ড, ক্ষতিপূরণ ও নগদ প্রোৎসাহন সম্পর্কিত বিধানসমূহ রূপায়ণ করিবার প্রক্রিয়া; এবং

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্যে বিহিত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত হয় বা বিহিত হইতে পারে এরূপ অন্য কোন বিষয়।

নিয়ম ও প্রজ্ঞাপনসমূহ রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

১৬। (১) এই আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, সর্বমোট পনর দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যাহা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, এবং যদি, পূর্বোক্ত সত্র বা আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে, রাজ্য বিধানমণ্ডল ঐ নিয়মে কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন অথবা রাজ্য বিধানমণ্ডল একমত হন যে, ঐ নিয়ম আদৌ প্রণীত হওয়া উচিত নহে, তাহাহইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম,

ক্ষেত্রানুযায়ী, কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এরূপভাবে যে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা সংশোধন ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

(২) এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক প্রজ্ঞাপন, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

নির্দেশ দিবার ক্ষমতা।

১৭। তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু এই আইনের বিধানসমূহ সাপেক্ষে, রাজ্য সরকার, এই আইন অনুযায়ী উহার ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগ ও উহার কৃত্য সম্পাদনে, কোন ব্যক্তি, আধিকারিক বা প্রাধিকারকে লিখিত নির্দেশ জারি করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ ব্যক্তি, আধিকারিক বা প্রাধিকার ঐ নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

প্রত্যভিযোজন করিবার ক্ষমতা।

১৮। রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, সেরূপ শর্ত ও পরিসীমাসমূহ সাপেক্ষে, কোন আধিকারিক বা অন্য প্রাধিকারকে রাজ্য সরকার যেরূপ প্রয়োজন বা সঙ্গত গণ্য করিবেন, এই আইন অনুযায়ী উহার সেরূপ ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ প্রত্যভিযোজন করিতে পারিবেন।

অসুবিধাসমূহ দূর করিবার ক্ষমতা।

১৯। (১) যদি এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা উদ্ভূত হয়, তাহাহইলে রাজ্য সরকার, ঐরূপ অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, যেরূপ প্রয়োজন বা সঙ্গত গণ্য করিবেন, এই আইনের বিধানসমূহের সহিত অসমঞ্জস নহে, সেরূপ বিধানসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন ঃ

তবে এই আইনের প্রারম্ভ হইতে দুই বৎসর সময়সীমা অবসানের পর ঐরূপ কোন আদেশ প্রণীত হইবে না।

(২) এই ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক আদেশ, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ), কলকাতা-৭০০০৫৬-এ মুদ্রিত।